Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : চর্যা-অধ্যয়নের পথিকৃৎ

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.1
Pages	৯-১৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : চর্যা-অধ্যয়নের পথিকৃৎ

Check for updates

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ*

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নির্মাণের মহারথীদের মধ্যে কালানুক্রমিক বিবেচনায় দীনেশচন্দ্র সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র স্থান। শহীদুল্লাহর জ্ঞানচর্চার যে বিপুলা পৃথিবী, তার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন পর্বের উপকরণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ। এই গবেষণা প্রায় সর্বাংশেই চর্যা-চর্চার সমানুপাতিক।

১৯১৬ সালে প্রকাশিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসকে আমূল বদলে দেয়। কিন্তু সাহিত্যের তৎকালীন ইতিহাসবেত্তাদের কাছে শুরুতে এর স্বীকৃতি মেলেনি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাসবিদ দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* (প্রথম সংস্করণ : ১৮৯৬)-এর বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে; কিন্তু তাতে চর্যাগীতির কোনো আলোচনা স্থান পায়নি। তাঁর *History of Bengali Language & Literature* (১৯১১)-এও চর্যা সম্পর্কে মন্তব্য প্রশ্নবোধক চিহ্ন সংবলিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও চর্যাপ্রকাশ-পরবর্তী দু'যুগের জীবিতকালে এ-নিয়ে কোনো স্বীকৃতিসূচক মন্তব্য করেছেন বলে জানা নেই; যদিও শাস্ত্রী সম্পর্কে তাঁর নানা প্রশংসামূলক মন্তব্য রয়েছে। গ্রিয়ারসন-পরবর্তী গবেষকদের মধ্যে বাংলা ভাষার উদ্ভব নিয়ে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার। ১৯২০ সালে প্রকাশিত *History of Bengali Language* গ্রন্থে মজুমদার চর্যার ভাষাকে "খিচুড়ি ভাষা" ও "হিন্দী-প্রধান" বলে বাংলার দাবি নাকচ করে দেন।

পণ্ডিতমহলের এই নেতিবাচকতার মুখে চর্যাগীতির ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণে দুজন গবেষকের প্রয়াস স্মরণীয়। প্রথম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ গবেষক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৯ সালেই তিনি প্রকাশ করেন 'A study of the languages of the old Bengali carya poems' শীর্ষক মনোগ্রাফ। নীলরতন সেনের মতে, এই মনোগ্রাফেই চর্যাগীতির ভাষা সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত ঘটে (নীলরতন ২০০১ : ১৮১)। দ্বিতীয়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা-সহকারী হিসেবে শহীদুল্লাহ্ 'Outline of an Historical Grammar of the Bengali Language' অভিসন্দর্ভে চর্যার ওপর বাংলা ভাষার দাবি যুক্তিসহকারে প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২০ সালেই। অন্যরূপে এর প্রকাশ ঘটে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* (১৩২৭) 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নিবন্ধে।

---

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরের বছর, ১৯২১ সালে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দুজনেই নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপনায় যোগ দেন। এই বিভাগে পঠন-পাঠনের প্রথম বছর থেকেই চর্যাগীতি পাঠের ব্যবস্থা করা হয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র আগ্রহে। এর বিবরণ পাওয়া যায় শহীদুল্লাহ্র জবানিতেই :

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে প্রাচীন বাংলার পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়। তখন আমি এই বিভাগের একমাত্র বাংলার শিক্ষক ছিলাম। অন্য শিক্ষকগণ সংস্কৃত পড়াতেন। সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় আমার উপর বাংলা পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রস্তুতের ভার দেন। আমি বাংলা অনার্স শ্রেণীর জন্য প্রাচীন বাংলা পাঠ্যবিষয়ে নির্দেশ করি আর তার জন্য বৌদ্ধগান পাঠ্য স্থির করি। শাস্ত্রী মহাশয় আমার প্রস্তাব শুনে বললেন — 'এ পড়াবে কে?' আমি বললাম — 'আজ্ঞে, আমি পড়াব।' তিনি বললেন — 'তুমি পড়াতে পারবে?' আমি বললাম — 'আপনার আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই আমি পারব।' তাতে তিনি খুশি হয়ে বললেন — 'বাহ্, বেশ।' (মনিরুজ্জামান, ১৯৭৮)

এটা নিশ্চিত যে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম ব্যাচ থেকেই ছাত্রদের চর্যা পড়াতে শুরু করেছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের সে-সময়কার পাঠক্রমে দেখা যায় যে, অনার্সের ষষ্ঠ পত্র হিসেবে Old Bengali Poetry পাঠ্য রয়েছে। মনে হয় যে, শাস্ত্রীর সংকলনে সম্পূরক হিসেবে শহীদুল্লাহ্ চর্যা পাঠদানের কিছু উপকরণও তৈরি করেছিলেন। ১৯৪০ সালে *Dacca University Studies*-এর চতুর্থ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'Buddhist Mystic Songs'-কে এরই সুসম্পাদিত রূপ মনে করা অসংগত হবে না। এতে শহীদুল্লাহ্ নির্ধারিত পাঠ; শাস্ত্রীর সঙ্গে পাঠভেদ; আধুনিক বাংলায় রূপান্তর; ব্যবহৃত শব্দের উৎস, ব্যাখ্যা ও সমান্তরাল ব্যবহার এবং টীকা-টিপ্পনীর সমাবেশ থেকে মনে হয় যে উচ্চতর আদর্শ পাঠ্যবই রূপেই এটি তৈরি। মণীন্দ্রমোহন বসুর *চর্য্যাপদ* (প্রথম সংস্করণ ১৩৫২) অথবা সুকুমার সেনের *চর্যাগীতি পদাবলী* (প্রথম সংস্করণ ১৯৫৬) প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চতর শ্রেণিতে পাঠদানের জন্য শহীদুল্লাহ্র উপকরণই একমাত্র পাথেয় ছিল। অন্যদিকে অন্তত বিশ শতকের তিরিশের দশক পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ অথবা এম.এ শ্রেণিতে চর্যাগীতি পাঠদান শুরু হয়েছিল বলে মনে হয় না। আজকের বাংলাভাষী অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনে চর্যার যে অপরিহার্য অন্তর্ভুক্তি, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ই তাঁর ভিত্তি তৈরি করেছিলেন।

শহীদুল্লাহ্র চর্যা-অধ্যয়নের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রান্ত গানগুলোর সঠিক পাঠ পুনর্গঠনে আজীবন সাধনা। দীর্ঘদিন লোকমুখে প্রচলিত থাকা এবং পুথির নকল তৈরির প্রক্রিয়ায় চর্যার বহুসংখ্যক শব্দ যে পরিবর্তিত, এমন কি বিকৃত হয়ে গিয়েছে তা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, প্রবোধকুমার বাগচী, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সেন — সকলেই স্বীকার করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও মেনে নিয়েছিলেন যে বিকৃত শব্দগুলোর পাঠ সংশোধন করা যেতে পারে এবং টীকার পাঠ অবলম্বন করে তিনি মূল পাঠে ১৪টি পরিবর্তন করেছিলেন। এছাড়া পরিবর্তন না করলেও টীকা অবলম্বনে আরও ৪৬টি শব্দের পাঠান্তরের কথা উল্লেখ করেছিলেন শাস্ত্রী।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯২০ সালেই *সাহিত্য পরিষৎ* পত্রিকা (২৭:৪, ১৩২৭)-য় প্রকাশিত তাঁর 'বৌদ্ধ গান ও দোহা' প্রবন্ধে দাবি করেন :

> "বৌদ্ধগান" বা চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের মূলে কয়েক স্থলে আমি পাঠান্তর কল্পনা করিয়াছি। তাহার তিনটি কারণ আছে। প্রথমতঃ মূলে লিপিকর-প্রমাদ আছে। ... দ্বিতীয়তঃ মুদ্রিত গ্রন্থে মুদ্রাকর-প্রমাদ আছে। ... তৃতীয়তঃ মূলের অক্ষরসাদৃশ্য বশতঃ পাঠে ভ্রম হইয়াছে। ...
> আমি কয়েক স্থলে টীকার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি নাই। অনেক স্থলে টীকায় মূলের সন্ধ্যা ভাষার অন্তর্নিহিত অর্থ (esoteric meaning) প্রকাশ করা হইয়াছে, শব্দগত অর্থ গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ এই শব্দগত অর্থই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য। (আনিসুজ্জামান, ১৯৯৪ : ৩২১-১২)

এই প্রবন্ধে শহীদুল্লাহ্ স্পষ্ট করেছেন যে তিনি পুথির পাঠ, সংস্কৃত টীকা অথবা তিব্বতি অনুবাদ — কোনোটিই অন্ধভাবে অনুসরণ করার বিরোধী। তাই ১৯৪০ সালে *Dacca University Studies*-এ তিনি চর্যার যে পাঠ উপস্থাপন করেন তাতে শাস্ত্রীর সংকলনে মুদ্রিত পাঠকে একই সংকলনে মুদ্রিত মুনিদত্তকৃত সংস্কৃত টীকা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *Journal of the Department of Letters*-এ প্রকাশিত (খণ্ড ৩০, ১৯৩৮) প্রবোধচন্দ্র বাগচীর 'Materials for a critical edition of the old Bengali Carayapadas'-এ ব্যবহৃত তিব্বতি পাঠের সাহায্যে সংশোধন করেন। এছাড়াও শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব ও ছন্দোবিদ্যার আলোকেও কিছু শব্দ পরিবর্তন করেন। ১৯৬০ সালে করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *Buddhist Mystic Songs*-এ দেখা যায় যে চর্যার ২৩৬৯টি শব্দের মধ্যে তিনি ৬৮৬টি শব্দই পরিবর্তন করেছেন; অঙ্কের হিসেবে তা এক-চতুর্থাংশের বেশি। এর মধ্যে রয়েছে একই চর্যায় সর্বনিম্ন ৭টি শব্দ থেকে সর্বোচ্চ ৩০টি পর্যন্ত শব্দ পরিবর্তন।

নতুন উপকরণ পাওয়া, নতুন তথ্য ও তত্ত্বের উপস্থাপন প্রভৃতির কারণে চর্যার শুদ্ধপাঠের সন্ধান যে একটি অব্যাহত ও সমাপ্তিবিহীন প্রক্রিয়া — তা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সুকুমার সেন, দুজন প্রথিতযশা পণ্ডিতই অনুধাবন করেছেন। *Dhaka University Studies*-এ চর্যার পাঠ উপস্থাপনের পরের বছরেই শহীদুল্লাহ্ কলকাতার *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা* (৪৮ : ২, ১৩৪৮)-য় 'বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর প্রায় দু'যুগ পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের *সাহিত্য পত্রিকা* (৭ : ২, ১৩৭০)-য় প্রবন্ধ রচনা করেন 'চর্যাপদের পাঠ আলোচনা' শিরোনামে। কিন্তু ১৯৬৬ সালে বাংলা একাডেমী থেকে *Buddhist Mystic Songs*-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশকালে তিনি ১৯৬০-সংস্করণের বেশ কিছু শব্দ পরিবর্তন করে দাবি করেন যে —

> On further studies I felt necessary of re-editing the work. In this edition, I think, I have been able to give a better readings of the texts as explained in the notes.

বস্তুতপক্ষে, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যার শুদ্ধশব্দ সন্ধানের যাত্রায় প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বসূরি ছিলেন। এঁদের মিলিত গবেষণার ফলেই চর্যার

সমন্বিত পাঠ তৈরি সম্ভব হতে পারে — ইতোমধ্যে যার প্রয়াস দেখা গেছে নীলরতন সেন (১৯৭৮) ও স্কেনডিনেভিয়ার পণ্ডিত পার কাওয়ানের (১৯৭৭) রচনায়।

চর্যার বানানরীতি বিশ্লেষণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২০ সালেই তিনি লক্ষ করেন যে —

ক. কোনো কোনো স্থলে বানানে সংস্কৃতের রীতি অনুসরণ করা হলেও আদ্যোপান্ত কোনো নিয়ম অনুসরণ করা হয় নি;
খ. বানানে স্বরের দীর্ঘত্ব রক্ষিত হয় নাই; তবে ধ্বনিতত্ত্ব অনুসরণে ও ছন্দ দ্বারা দীর্ঘত্ব নিরূপণ করা সম্ভব;
গ. নানাস্থানে ঢ় স্থলে ট, ড় ও ঢ় স্থলে ড়, ল স্থলে ড়, ছ স্থলে চ্ছ, হ স্থলে অ লেখা হয়েছে;
ঘ. অন্তঃস্থ ব অন্য অক্ষরের সঙ্গ যুক্ত না করে বর্গীয় ব-র মতো লেখা হয়েছে;
ঙ. কখনো অন্ত্যস্বরে চন্দবিন্দু (ঁ) লোপ পেয়েছে। কখনো চন্দ্রবিন্দু অক্ষরচ্যুত হয়েছে, কখনো অনর্থক চন্দবিন্দু ব্যবহার করা হয়েছে;
চ. লিপিকর স্বেচ্ছামত শ, ষ ও স এবং ন ও ণ-এর ব্যবহার করেছেন;
ছ. বর্তমান কালের প্রথম পুরুষের একবচনে ই বিভক্তির স্থলে স্বেচ্ছামত অ, এ, য় ব্যবহার করা হয়েছে।

তবে পাঠ-নির্ধারণের সময় শহীদুল্লাহ্ নিজেও শ, স ও ষ এবং ন ও ণ -এর বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

চর্যা নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষাসংক্রান্ত দাবিকে যেসব পণ্ডিত প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁদের মূল আপত্তি ছিল ভাষা-নির্ণয় অবশ্যই ব্যাকরণ-ভিত্তিক হতে হবে। শুধু শব্দ দিয়ে ভাষার জাতীয়তা নির্ণয় করলে ভুল হবে। বিজয়চন্দ্র মজুমদারসহ পণ্ডিতদের এ-আপত্তি প্রথম খণ্ডিত হয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত ডি.লিট. অভিসন্দর্ভে, যা পরে The *Origin and Development of the Bengali Language* (১৯২৬) নামে প্রকাশিত হয়। এতে চর্যার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ চর্যার বিস্তৃত ব্যাকরণ তৈরি করেন। এর প্রথম প্রকাশ দেখা যায় তাঁর সর্‌বোনের জন্য উপস্থাপিত ডি.লিট. অভিসন্দর্ভ *Les Chants Mistiques de Kanha et de Sarah* (১৯২৮)-তে। এই অভিসন্দর্ভে কাহ্ন ও সরহের ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে; যদিও তা মূলত তাঁদের দোহাকোষ-ভিত্তিক। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পরে সবগুলো চর্যার ব্যাকরণিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন। এই আলোচনা প্রথমে 'প্রাচীন বাংলা ভাষার ব্যাকরণ' ও পরে 'চর্যাপদের ব্যাকরণ' নামে তাঁর *বাংলা সাহিত্যের কথা*-র প্রথম খণ্ডে এবং 'The Grammar of the Mystic Songs' নামে *Buddhist Mystic Songs*-এর বাংলা একাডেমী সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছে। সম্প্রতি অলিভা দাক্ষী তাঁর *চর্যাগীতি : ভাষা ও শব্দকোষ* (২০১১) গ্রন্থে চর্যার ব্যাকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংকলন প্রকাশের পর এটি বাংলা কীনা, তা নিয়ে বঙ্গীয় পণ্ডিত মহলে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পাশাপাশি অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলি, ভোজপুরি, এমনকি

হিন্দি ভাষা-সাহিত্যের পণ্ডিতেরা চর্যাকে নিজ নিজ ভাষার আদি নির্দশন বলে দাবি করেছিলেন। আসামী ভাষার পক্ষে এ দাবি করেছেন কনকলাল বড়ুয়া (১৯৩৩), বাণীকান্ত কাকতি (১৯৪১), ডিম্বেশ্বর নেওগ (১৯৬২) ও বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া (১৯৬৪)। উড়িয়া ভাষা-সাহিত্যের পক্ষে এ-দাবি উত্থাপন করেছেন গোপাল চন্দ্র প্রহরাজ (১৯৩০), আর্তবল্লব মহান্তি (১৯৬৭), কুঞ্জবিহারী ত্রিপাঠী (১৯৬২), বংশীধর মহান্তি (১৯৬২), মায়াধর মানসিংহ (১৯৬২) ও খগেশ্বর মহাপাত্র (১৯৩৭)। শিবনন্দন ঠাকুর (১৯৪১), জয়কান্ত মিশ্র (১৯৪৯), উমেশ মিশ্র (১৯৫২), সুভদ্র ঝা (১৯৫৮) প্রমুখ চর্যাকে মৈথিলি ভাষার আদি নিদর্শন বলে দাবি করেছেন। হিন্দির পক্ষে একই দাবি উত্থাপন করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৯২৭, ১৯৪৫, ১৯৫৭), কাশীরাম জয়শোয়াল (১৯৩৫) এবং ধর্মবীর ভারতী (১৯৫৫)।

এ-ধরনের দাবি সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন। ১৩৬৪ সনের বর্ষা সংখ্যা *সাহিত্য পত্রিকা*-য় 'বৌদ্ধগানের ভাষা' নিবন্ধে তিনি এ-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এভাবে :

> আশ্চর্যচর্যাচয় বা চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে যে চর্যাপদগুলি (যাহাকে সাধারণতঃ বৌদ্ধগান বলা হয়) আছে, তাহার ভাষা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিতর্কগুলি উপস্থিত হয় :
> (১) ইহা কোন ভাষা নয়; একটি কৃত্রিম খিচুড়ি ভাষা; (২) ইহা অপভ্রংশ; (৩) ইহা হিন্দী; (৪) ইহা মৈথিলী; (৫) ইহা উড়িয়া; (৬) ইহা আসামী; (৭) ইহা বাঙ্গালা।

শহীদুল্লাহ্ এর প্রত্যেকটি দাবি পৃথক পৃথকভাবে বিচার করেন। তিনি দেখান যে, কালগত ও স্থানগত কারণে চর্যার বিভিন্ন কবির ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; কিন্তু তা খিচুড়ি বা কৃত্রিম ভাষা নয়। আবার অপভ্রংশের কিছু চিহ্ন থাকলেও চর্যার ভাষা, তাঁর মতে, অপভ্রংশ-পরবর্তী। কাল, কারক, বচন, বিভক্তি, শব্দব্যবহার, বাক্যগঠন প্রভৃতি বিবেচনা করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রমাণ করেন যে, অধিকাংশ চর্যাকারের ভাষা বাংলা। তবে যেহেতু তখনো বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় পার্থক্য গড়ে ওঠেনি, তাই শহীদুল্লাহ্ এই ভাষাকে 'বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাচীন বঙ্গ-কামরূপী ভাষা' অভিধায় পরিচয় প্রদানের পক্ষপাতী। একই সঙ্গে তিনি আর্যদের ভাষাকে ওড়িয়া এবং শান্তিপাদের ভাষাকে মৈথিলি বলে স্বীকার করেছেন।

চর্যার ভাষা সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মন্তব্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, বিশ্লেষকদের মধ্যে তিনিই একমাত্র পণ্ডিত যিনি অসমিয়া, ওড়িয়া, মৈথিলি ও হিন্দি জানতেন এবং ভাষাতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ হিসেবে অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষান্তর সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিল। তবে ইদানীংকালে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে চর্যার ভাষাকে সমগ্র পূর্ব-ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ইঙ্গিত ছিল পঞ্চাশের দশকে সুকুমার সেন ও প্রিয়রঞ্জন সেনের আলোচনায়; সাম্প্রতিককালে মৃণাল নাথ (২০১১) ও অলিভা দাক্ষী (২০১১)-র বিবেচনায় তা আবার প্রাধান্য পেয়েছে।

চর্যা-চর্চায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান চর্যাকারদের জীবনী রচনায় এ সংক্রান্ত বেশ কিছু রহস্যের গ্রন্থিমোচন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সংকলনের

ভূমিকায় অধিকাংশ চর্যাকারের জীবন সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করেন। ১৯২০-এর দশকে এতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেন বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন। পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে যে তিব্বতি ব্লকপ্রিন্টের নানা পুস্তকে এসব সিদ্ধর বিবরণ রয়েছে এবং তা জর্মন, রুশ, ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে শরৎচন্দ্র দাস বেশ কিছু উপকরণ ইংরেজিতে এবং রাহুল সাংকৃত্যায়ন হিন্দিতে অনুবাদ করেন। তিব্বতি, জর্মন, ফরাসি ও হিন্দি ভাষায় ব্যুৎপত্তির কারণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এসব উপকরণ ব্যবহারে সক্ষম হন। এর প্রকাশ দেখা যায় তাঁর ডি.লিট. অভিসন্দর্ভে সরহ ও কাহ্নের জীবন আলোচনায় (১৯২৮), *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*-য় ভুসুকুর জীবনী রচনায় (১৩৪৮), *সাহিত্য পত্রিকায়* কাহ্নের কাল নির্ণয়ে (১৩৬৪)। পরে *বাংলা সাহিত্যের কথার* প্রথম খণ্ডে তিনি প্রায় সকল চর্যাকর্তার জীবনীই লিপিবদ্ধ করেন, যার সংক্ষিপ্ত ও পরিশীলিত রূপ দেখা যায় *Buddhist Mystic Songs*-এর বাংলা একাডেমী সংস্করণে। এর মধ্যে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :

ক. সরহ দুজন, চর্যাকার সরহের জন্ম রাজ্ঞিতে;
খ. আর্যদেব উড়িয়াবাসী;
গ. শবর বঙ্গের অধিবাসী; কনিষ্ঠ শবর চর্যাকার নন;
ঘ. লুই ও মীননাথের মধ্যে কে প্রথম সিদ্ধ তা নিয়ে বিতর্ক আছে; লুই মৎসান্দ্রদ, কিন্তু মৎসেন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন; ধর্মমঙ্গলের লুইচন্দ্রও চর্যাকার লুই নন; তিনি রাঢ় অঞ্চলের; লুই উড়িয়ার মন্ত্রীর গুরু; দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাঁর সমকালীন নন;
ঙ. দারিক লুইয়ের দূরবর্তী শিষ্য;
চ. গুণ্ডুরীর নামান্তর গুঢারী ও কোঠালি;
ছ. বিরূপের জন্মস্থান ত্রিপুরা;
জ. ডোম্বী ত্রিপুরার রাজা, মগধের রাজা নন;
ঝ. কম্বলের জন্ম উড়িষ্যায়; তিনি জালন্ধরীর গুরু; তিনি লুইয়ের পুস্তকের টীকা লিখেছেন;
ঞ. কঙ্কণ প্রথম জীবনে বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন; তিনি কম্বলের শিষ্য;
ট. নাম-বিভ্রান্তির কারণে কাহ্নের জীবনী নিয়ে নানা রহস্য সৃষ্টি হয়েছে; দু'জন কাহ্নের প্রথমজন সপ্তম শতকের ও দ্বিতীয়জন অষ্টম শতকের;
ঠ. তন্ত্রী জালন্ধরী ও কাহ্নের শিষ্য;
ড. মহী কাহ্নের শিষ্য; তাঁর ভাষা প্রাচীন মৈথিলি;
ণ. ভদ্রের জন্ম মণিভদ্রে; তিনি শ্রাবস্তীর চিত্রকর ছিলেন;
ত. বীণার জন্ম গৌড়দেশের ক্ষত্রিয় পরিবারে; তিনি ভদ্রের শিষ্য;
থ. ধামের জন্ম বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ পরিবারে; তিনি কাহ্নের শিষ্য;
দ. শান্তি অতীশের গুরু; তাঁর ভাষায় মৈথিলির ছাপ আছে;
ধ. চর্যাকার ভুসুকু শান্তিদেব নন; জন্মসূত্রে বাঙালি না হলেও বঙ্গবাসী;
ন. জয়নন্দী বঙ্গাল দেশের রাজমন্ত্রী ও ব্রাহ্মণ;
প. তিব্বতি ঐতিহ্যে ঢেণ্ডন নেই;
ফ. সালিপুত্র বর্তমান পালিপুত্র; ত্রৈয়ুর ত্রিপুরা; প্রভৃতি।

চর্যার উত্তরসূরি সম্পর্কেও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বিবেচনায়, বৈষ্ণবগীতি ও পারস্যের গজল — উভয়েরই উৎস চর্যাগীতি।

পরিতাপের বিষয়, তৎকালে নেপালের রাজদরবার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত মুনিদত্তের টীকার মূল পুথিটি শহীদুল্লাহ্ কখনো দেখেননি। সেটি দেখলে হয়তো চর্যার আরও কিছু জটিলতা নিরসন তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো। অন্যদিকে তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত চর্যার বিভিন্ন সংকলন সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র বাগচীর পাঠ ছাড়া অন্যান্য পাঠ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায় না।

Les Chants Mystiques de Kanha et Saraha (১৯২৮) গ্রন্থের ভূমিকায় ফরাসি ভারততত্ত্ববিদ জুল ব্লক (Jules Bloch) চল্লিশোর্ধ বয়সে শহীদুল্লাহ্র তিব্বতি ভাষা অধ্যয়নের প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর মতে, ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার ফলেই শহীদুল্লাহ্ দোহাকোষ ও চর্যা-গবেষণায় অসাধারণ।

চার যুগের অব্যাহত (১৯২০-৬৬) চর্যাচর্চার মধ্য দিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলেই নিঃসন্দেহে চর্যা-অধ্যয়নের পথিকৃৎ।

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান [সম্পাদিত] (১৯৯৪, ১৯৯৫)। *শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী। প্রথম খণ্ড ১৯৯৪; দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯৫

নীলরতন সেন (২০০১)। *চর্যাগীতিকোষ*, কলকাতা : সাহিত্যলোক (১৯৭৮)

মৃণাল নাথ (২০১১)। *চর্যাপদ : ভাষা পাঠ রূপান্তর*। কলকাতা : এবং মুশায়েরা।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (১৯৭৮)। *বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (১৪০১)। 'গ্রন্থ পরিচয়', *সাহিত্য পত্রিকা*, ৩৮ বর্ষ প্রথম সংখ্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Muhammad Shahidullah (1974). *Buddhist Mystic Songs*. Dacca : Renaissance Printers (1960).

Muhammad Shahidullah (2007). *The Mystic Songs of Kanha and Saraha* (translated into English from French by Pranabesh Sinha Ray). Kolkata : The Asiatic Society.